সুশীলা দেবী দক্ষিণা

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

পূর্বে গোলোকধামে সুশীলা নামে এক গোপী ছিলেন। তিনি শ্রীরাধার প্রধানা সহচরী এবং শ্রীহরির প্রিয়তমা ছিলেন। ইনি অতিশয় সুন্দরী, সাধ্বী, কোমলাঙ্গী, বিদ্যাগুণ সম্পন্না রূপবতী, কৃষ্ণভাবে অনুরক্তা কৃষ্ণভাবাভিজ্ঞা রাসেশ্বরের রাসলীলা-রসাভিজ্ঞা ছিলেন। একবার রসিকতাবশতঃ রাসলীলার পূর্বে সুশীলা শ্রীরাধিকার অগ্রে শ্রীকৃষ্ণের বাম ক্রোড়ে উপবেশন করিয়াছিলেন। ইহা দর্শনে শ্রীরাধিকা অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলে তখন রাধার ভয়ে নতমুখ হইলেন। সর্ব্বোত্তমা মানিনীকে ক্রোধে রক্তবদনা হইয়া নিষ্ঠুর বাক্য বলিবার জন্যে তথায় বেগে আগমন করিতে দেখিয়া তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বিরোধ ভয়ে তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। সুশীলা প্রভৃতি গোপীগণ শান্তমূর্তি সত্ত্বনিলয় সুন্দর আকৃতি ভগবানকে ভয়ে পলায়ন করিতে দর্শন করিয়া কম্পমানা হইলেন। তখন লক্ষকোটি গোপীগণ শ্রীমতীর ক্রোধে সঙ্কট বিবেচনায় ভক্তিভয় সহকারে কৃতাঞ্জলি হইয়া ভক্তিবিনম্র নতমস্তকে ''হে দেবি! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন'' এই প্রকার বারম্বার বলিতে বলিতে তাঁহার চরণপঙ্কজে শরণ গ্রহণ করিলেন। এমনকি শ্রীদামাদি তিন লক্ষ কোটি গোপগণও ভয়ে শ্রীরাধার চরণ পঙ্কজ আশ্রয় করিলেন। পরমেশ্বরী রাধা জগৎকান্ত নিজকান্তের পলায়ন জানিয়া তখন পলায়ন-পরায়না সহচরী সুশীলাকে শাপ দিলেন— ''অদ্য হইতে সুশীলা গোপী যদি গোলোকে আগমন করে, তাহা হইলে আগমন মাত্রই সে ভস্মসাৎ হইবে।''— এই প্রকার শাপ প্রদান করিয়া রাসেশ্বরী রাসমণ্ডলেই রাসবিহারীকে ক্রোধে আহ্বান করিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের দর্শন না পাওয়ায় তখন প্রেমবিহ্বল হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।

এদিকে সুশীলাদেবী গোলোক হইতে পতিতা হইয়া বহুকাল তপস্যান্তে বৈকুণ্ঠে গিয়া মহালক্ষ্মীর দেহে প্রবিষ্ট হইলেন। তৎকালে দেবগণেরা বহু কৃচ্ছসাধ্য যজ্ঞ করিয়াও তাহার ফল না পাওয়ায় বিষণ্ণভাবে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন। তারপর বিধি ও দেবাদির অভিপ্রায় জানিয়া তখন জগতপতি হরিকে চিন্তনপূর্বক ধ্যান করিলেন এবং তাঁহার প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইলেন। তখন ভগবান নারায়ণ সুশীলাকে মহালক্ষ্মীর দেহ হইতে মনুষ্যগণের লক্ষ্মীরূপিণী 'দক্ষিণা' রূপে নিষ্ক্রমণ করাইয়া ব্রহ্মাকে প্রদান করিলেন। ব্রহ্মা সৎকর্মসমূহের সম্পূর্ণতার জন্য 'দক্ষিণা'কে 'যজ্ঞে'র হস্তে সম্প্রদান করিলেন। (সৃষ্টির প্রারম্ভে দেবগণ ব্রহ্মাকে তাঁহাদের আহার্য্য নির্দেশ করিয়া দিতে বলেন। ব্রহ্মা ইহাতে সম্মত হইয়া শ্রীহরির সেবা করিতে আরম্ভ করেন। ব্রহ্মার প্রার্থনায় হরি 'যজ্ঞ' রূপ ধারণ করেন এবং ব্রহ্মা যজ্ঞ উপলক্ষ্যে প্রদত্ত হবিঃ দেবগণের আহার্য্য নির্দেশ করিয়া দেন। 'যজ্ঞ' বিষ্ণুর পূর্ণাবতার।) যজ্ঞও বিধিবৎ দক্ষিণার পূজা করিয়া লক্ষ্মীস্বরূপিণী দক্ষিণার স্তব করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মীরূপিণী দক্ষিণাদেবীর বর্ণ শুদ্ধ স্বর্ণের মত, কোটিকলানিধির ন্যায় অঙ্গকান্তি। ইনি সুন্দরী, অতিশয় কমনীয়, এই মনোহারিণীর বদন প্রফুল্ল কমল সদৃশ। কমলাদেবীর অঙ্গসম্ভূতা পদ্মযোনির পূজনীয়া কমল-বিশাল নয়না এই দেবীর অঙ্গ অতিশয় কোমল। তিনি বহ্নি শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন। কস্তুরী বিন্দুর সহিত সুগন্ধ চন্দন তাঁহার অঙ্গে বিলোপিত রহে। ইনি সর্বদা নানারত্নে অলঙ্কৃতা হইয়া সুন্দর বেশে সুন্দরভাবে সকলের মন মোহিত করেন। কামদেবের আধাররূপিণী দক্ষিণাকে দর্শন করিয়া যজ্ঞ মূর্চ্ছিত হইলেন। অনন্তর যথাবিধি তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন। পরে নির্জন কাননে ইঁহারা দৈব পরিমাণে শতবৎসর পরমানন্দে রমণানন্দে কালযাপন করিলেন।

তদনন্তর দক্ষিণা কর্মসমূহের ফলস্বরূপ পুত্র প্রসব করিলেন। কর্ম পরিপূর্ণ হইলে তাঁহার পুত্র ফলদায়ক হন। বেদজ্ঞগণ বলেন, কর্মীসকল যজ্ঞ, দক্ষিণা এবং তৎপুত্র—ফল দ্বারা ঈপ্সিত কর্মসমূহের ফললাভ করে। এইরূপে যজ্ঞ এবং দক্ষিণা ফলরূপী পুত্র লাভ করত কর্মসকলের ফল প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন দেবগণ পরিপূর্ণ মনোরথ হইয়া আনন্দিত চিত্তে স্বস্থানে গমন করিলেন। যজ্ঞের পুত্রগণই স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে 'যাম' নামে খ্যাত দেবগণ ছিলেন।

সৃষ্টিতত্ত্বসার:—মনুষ্যলোকের কর্ম ও কর্মের ফলদাতারূপে যজ্ঞ, দক্ষিণা ও যামদেবগণ অধিষ্ঠিত আছেন। এই বিশ্বে সৃষ্টির কারণ ভগবান নারায়ণ এবং শক্তি সত্তারূপিণী ভগবতী দেবী লক্ষ্মী বহুধা অংশে বিরাজমান রহিয়া সৃষ্টির ক্রম ধারাকে সেই অনাদি লক্ষ্যের পানে সংযুক্ত করিবার নিমিত্ত সৃষ্টিকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। যজ্ঞরূপী নারায়ণ ও দক্ষিণারূপী লক্ষ্মীই প্রকৃতপক্ষে সকল জীবের কর্মফল প্রদায়ী দেবশক্তি বিশেষ। *(দেবীভাগবতম্ হইতে সংগৃহীত)*